দৈনিক খবর

তারিখ 09 JUL 1989
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

গতকাল শনিবার রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ে পথকলি ট্রাস্টের প্রথম বৈঠকে রাষ্ট্রপতি ও ফাস্ট লেডি বেগম রওশন এরশাদ

ফাস্ট লেডির সভাপতিত্বে পথকলি ট্রাস্টের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত

বেগম রওশন এরশাদের সভাপতিত্বে গতকাল রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ে পথকলি ট্রাস্টের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বাসস জানায়, পথকলি ট্রাস্ট গঠনের উদ্যোক্তা রাষ্ট্রপতি এরশাদ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নে নিয়ো[illegible] দুঃস্থ ও বঞ্চিত শিশুদের কল্যাণে [illegible]

৩-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক খবর

তারিখ 09 JUL 1989
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

ফাস্ট লেডির সভাপতিত্বে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

৭ সদস্যবিশিষ্ট পথকলি ট্রাস্ট গঠন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতাকালে রাষ্ট্রপতি এরশাদ বলেন, পথকলি ট্রাস্ট একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিষ্ঠান। কারণ এই ট্রাস্ট আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের একটি অংশকে সমাজের উপযোগী করে তোলার পাশাপাশি তাদের রক্ষার মহান দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছে।

তিনি এই কাজকে গুরুত্বের সাথে নেয়ার উপর জোর দিয়ে বলেন, আমরা এই ট্রাস্টের তৎপরতাকে আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবো না। তিনি বলেন, ট্রাস্টের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেককে নিজের সন্তান ভেবে একে সফল করার জন্যে প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

রাষ্ট্রপতি ট্রাস্ট তহবিলে সবাইকে দান করার আহবান জানিয়ে বলেন, এর কর্মসূচী অন্যান্য শহরেও সম্প্রসারিত করা হবে। যেখানে শ্রমজীবী শিশুরা পুঞ্জিভূত রয়েছে। তিনি বলেন, পথকলিদের জন্য আরো স্কুল, ট্রেনিং ও মেডিকেল সেন্টার নির্মাণ করা হবে।

ট্রাস্টের চেয়ারম্যান বেগম রওশন এরশাদ শিশুদের ইট ও পাথর ভাঙ্গার স্থানগুলো পরিদর্শনের কথা উল্লেখ করে বলেন, এই হৃদয় বিদারক দৃশ্য বহন করা অত্যন্ত দুষ্কর।

আবেদনময়ী কণ্ঠে তিনি বলেন, ইচ্ছে সত্ত্বেও শিশুদের দুরবস্থা তিনি দেখতে যেতে পারেননি। ওই দৃশ্য তাঁর পক্ষে ধারণ করা সম্ভব নয়। কঠোর কায়িক পরিশ্রমের জিঞ্জির থেকে তাদের মুক্ত করা এবং তাদের জন্যে সহজ জীবন নিশ্চিত করতে আমরা অবশ্যই পদক্ষেপ নেবো। যাতে তারা বড় হলে জাতীয় উন্নয়ন প্রচেষ্টায় অবদান রাখতে পারে।

বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, ১৫ বছরের কম বয়েসী যে শিশুরা ইট ও পাথর ভাঙ্গার মত কঠোর শারীরিক পরিশ্রম করছে তাদের কাজ পরিবর্তন করে হালকা কাজ দেয়া হবে।

বৈঠকে সহনযোগ্য জীবন ও সহজ জীবন যাপনে সাহায্য করার লক্ষ্যে কঠোর পরিশ্রমে নিয়োজিত শিশুদের সংখ্যা নি[illegible]ণের লক্ষ্যে জরীপ চালানে[illegible] নেয়া হয়।

বৈ[illegible] [illegible]ত্তিতে পথকলিদের সেবা করার জ[illegible]শিষ্ট শিশু বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক এম, আর, খানের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং তাঁকে ট্রাস্টের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত অনারারী কনসালট্যান্ট নিয়োগ করা হয়।

ফার্স্ট লেডি ব্যক্তিগতভাবে দু সপ্তাহে দু'বার যে কোন অঙ্কের দান গ্রহণ করবেন।

ট্রাস্ট তহবিল সংগ্রহের পাশাপাশি পথকলিদের সমস্যা সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ওয়াকাথন ও ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করবে। ট্রাস্টের দান গ্রহণের জন্যে সোনালী, জনতা, অগ্রণী ও রূপালী ব্যাংকে হিসাব খোলা হবে।

বৈঠকে ট্রাস্টের প্রাত্যহিক কাজ পরিচালনার জন্যে শিক্ষামন্ত্রীকে আহবায়ক করে তিন সদস্যের নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়। ট্রাস্টের সদস্য ডঃ মিজানুর রহমান শেলীকে পথকলি স্কুলের জন্যে শিক্ষা সরঞ্জাম প্রস্তুতির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

এর আগে শিক্ষামন্ত্রী ট্রাস্ট গঠনে ব্যক্তিগত উদ্যোগের জন্যে রাষ্ট্রপতি এরশাদকে স্বাগত জানান। তিনি ট্রাস্টের চেয়ারম্যানশীপ গ্রহণের [illegible] ফার্স্ট লেডিকেও ধন্যবাদ জানান।

রাষ্ট্রপতি এরশাদ ট্রাস্টের জন্যে ইতিপূর্বে বরাদ্দকৃত ১৫ লাখ টাকার একটি চেক হস্তান্তর করেন।

বৈঠকে ট্রাস্টের সদস্য ডঃ মিজানুর রহমান শেলী, এডভোকেট রেজাউর রহমান, খ্যাতিমান ফুটবলার সালাহউদ্দিন ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষাসচিব হেদায়েত আহমেদও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।